স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

এবং

পরিবেশ অধিদপ্তর

এর মধ্যে

সমঝোতা স্মারক

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে সারা দেশব্যাপী বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডি গ্রামীণ অবকাঠামো (রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার, স্কুল, সেচ নালা, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, ইত্যাদি) নির্মাণের পাশাপাশি শহরাঞ্চলেও পয়ঃনিষ্কাশন, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ, সড়ক বাতি, কমিউনিটি শিক্ষা, ফ্লাই ওভার নির্মাণ, ইত্যাদি ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র বিমোচনকল্পে গ্রামীন দুঃস্থ মহিলাদের জন্য বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধক কর্মসূচী ছাড়াও শহরের ছিন্নমূল বাসিন্দাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে বস্তি উন্নয়ন কাজে এলজিইডি বিশেষভাবে ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও, নতুন নতুন প্রযুক্তি নির্ভর পরিবেশ বান্ধব এবং নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন করে এলজিইডি গ্রামীণ বিদ্যুতায়নে বিশেষ অবদান রাখছে।

এলজিইডি উহার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডকে পরিবেশ বান্ধব করার লক্ষ্যে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রতিটি প্রকল্পের বাস্তবায়নপূর্ব পরিবেশগত প্রভাব নিরুপন করতঃ বিরুপ প্রভাব প্রশমনে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে এলজিইডি একটি পরিবেশগত বিষয়াবলী নিরূপণ নির্দেশিকা তৈরী করেছে যা মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই নির্দেশিকা পুস্তকের মাধ্যমে এলজিইডি'র সকল প্রকল্পকে বাংলাদেশের পরিবেশ নীতিমালা ও আইনের আওতায় প্রয়োজনীয় নিরাময় পদক্ষেপ সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এর ফলে এলজিইডি'র কোন প্রকল্প থেকেই পরিবেশগত বিরুপ প্রভাব আসার আশঙ্কা থাকছে না। এছাড়াও, প্রায় প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত প্রভাব পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরীতে ভূগর্ভস্থ ও ভূউপরস্থিত পানির বিশ্লেষণ দ্বারা গুণগতমানের পরিবর্তন সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ ডাটা সংগ্রহ এবং জিআইএস প্রযুক্তির সাহায্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন সংক্রান্ত মানচিত্র তৈরী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পক্ষান্তরে, পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং সামগ্রিকভাবে পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়নে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। এগুলোর মধ্যে প্রধানতঃ রয়েছে সুন্দরবন, ভাওয়াল গড়, মধুপুর গড়, ইত্যাদি জাতীয় প্রাকৃতিক বনভূমি সংরক্ষণ, চাঁন্দা বিল, হাকালুকি হাওর, টাংগুয়ার হাওর, ইত্যাদি জলাশয় সংরক্ষণ, স্থলজ ও জলজ জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক বন সম্প্রসারণ, কৃত্তিম বনায়ন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বায়ু, পানি, ও মাটির ব্যবহারের ভিত্তিতে এবং বর্জ্য হিসাবে নির্গমনের মানমাত্রা নির্দ্ধারণ, শিল্প কারখানার বর্জ্য নিক্ষেপনের মাত্রা নির্ধারণ, ইত্যাদি। উপরোক্ত সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও আইন প্রণয়ণসহ জনগণকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সচেতন করে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এ সকল কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সামগ্রিকভাবে দেশের বিভিন্ন দফতর ও বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবেশ সম্মতভাবে বাস্তবায়ন করে উক্ত উন্নয়নকে টেকসই, ধারণযোগ্য ও স্থায়ী করা।

পরিবেশ অধিদপ্তরের এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরী পরিচালনায় এবং মাটি, পানি ও বায়ুর নমুনা সংগ্রহ/ বিশ্লেষনে বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও বিশেষ দক্ষ জনবল রয়েছে। এই জনশক্তি এলজিইডি'র এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরীতে নিয়োজিত কর্মীদের প্রশিক্ষণার্থে এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজে লাগানো যেতে পারে। অন্যদিকে এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ভূগর্ভস্থ ও ভূউপরস্থিত পানির গুণগতমাণ পরিবীক্ষণে যে সকল ডাটা সংগ্রহ করছে সেগুলো পরিবেশ অধিদপ্তর জাতীয় পর্যায়ে পানির গুণগতমানের

বেসলাইন ডাটা হিসাবে ডাটা ব্যাংকে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারবে। এ ছাড়াও পরিবেশগত বিষয়ে যৌথ কর্মশালা আয়োজন করে এবং স্ব স্ব কর্মসূচী বাস্তবায়নকালে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করে উভয়েই লাভবান হতে পারে। এলজিইডি এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অভিন্নতা ও নৈকট্যের সার্বিক বিবেচনায় তথ্য ও প্রযুক্তি আদান প্রদানের মাধ্যমে সকল জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডকে পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই রূপদানে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের প্রথম পর্যায় বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আওতায় উভয় অধিদপ্তর ২ নভেম্বর, ১৯৯৭ সালে ৫ বৎসর মেয়াদী একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে, যার মেয়াদ ১ নভেম্বর ২০০২ সালে সমাপ্ত হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়নকালে পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত শর্ত মোতাবেক পুনরায় এই সমঝোতা স্মারক নবায়ন করা যায় :

সমঝোতা স্মারক

এই সমঝোতা স্মারক অদ্য ১৩ জানুয়ারি ২০০৪ তারিখ হতে বলবৎ হল।

এই সমঝোতা স্মারক স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর পক্ষে **মোঃ শহীদুল হাসান**, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি এবং পরিবেশ অধিদপ্তর এর পক্ষে **ড. মো. ওমর ফারুক খান**, অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর এর মধ্যে অদ্য ১৩ জানুয়ারি ২০০৪ তারিখে স্বাক্ষরিত হল।

সহযোগিতার ক্ষেত্র

১। পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে নির্দেশিকা প্রণয়ন, প্রতিবেদন রচনা, বিরূপ প্রভাব নিরাময়ে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পরিবীক্ষণে কর্মসূচী তৈরী।

২। উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা, নকশা তৈরী এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে জিআইএস ও এমআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার।

৩। মাটি ও পানির গুণগতমান বিশ্লেষণ সুবিধা সম্বলিত উভয় অধিদপ্তরের বিদ্যমান এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরীসমূহ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালীকরণ, প্রয়োজনবোধে নতুন ল্যাবরেটরী স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৪। শক্তির বিকল্প উৎস হিসেবে নবায়নযোগ্য সম্পদ এবং জৈব বর্জ্যের ব্যবহার সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার।

৫। পরিবেশ বিষয়ক বিষয়ে সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি।

৬। ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ডাটাবেস এবং ডাটা ব্যাংক স্থাপন।

মেয়াদকাল

এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের তারিখ হতে কোন কারণে বাতিল না করা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এলজিইডি এবং পরিবেশ অধিদপ্তর উভয় পক্ষই লিখিত নোটিশের মাধ্যমে এই সমঝোতা স্মারকের চুক্তিনামা বাতিল করতে পারবে। তবে এই ধরণের কোন নোটিশ প্রাপ্তির পরবর্তী ১৮০ কার্যদিবস পর্যন্ত এই সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ বলবৎ থাকবে এবং তৎপরবর্তী সময়ে অর্থাৎ নোটিশ প্রাপ্তির ১৮০ কার্যদিবসের পর উহা সম্পূর্ণরূপে বাতিল বলে গণ্য হবে।

এলজিইডি'র দায়িত্ব

১। এলজিইডি উহার বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রস্তুতকৃত পরিবেশ নির্দেশিকা পুস্তিকা এবং প্রাথমিক পরিবেশগত নিরীক্ষা (আইইই), পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ), পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে।

২। এলজিইডি উহার ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরীতে পানি ও মাটির নমুনা বিশ্লেষণকল্পে পরিবেশ অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে।

৩। এলজিইডি উহার বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য সংগৃহীত পরিবেশগত প্রভাব পরিবীক্ষণ ডাটা যেমন, পানির গুণগতমান, জীব বৈচিত্র, ভূমি ব্যবহার ইত্যাদি যথারীতি পরিবেশ অধিদপ্তরের নিকট সরবরাহ করে পরিবেশ অধিদপ্তরকে ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ডাটা ব্যাংক স্থাপনকাজে সহযোগিতা করবে।

৪। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনায় পরিবেশ অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক এলজিইডির বিদ্যমান জিআইএস সুবিধাদি প্রদান করবে। এছাড়াও, এলজিইডি বায়োগ্যাস প্লান্ট ও সৌরপ্যানেল স্থাপনে পরিবেশ অধিদপ্তরকে প্রয়োজনবোধে কারিগরী সহযোগিতা দিবে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের দায়িত্ব

১। পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশগত বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের নতুন নীতিমালা ও আইন এবং/অথবা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ও সংরক্ষিত এলাকা সংক্রান্ত ঘোষণাদি এলজিইডিকে যথারীতি অবহিত করবে।

২। পরিবেশ অধিদপ্তর এলজিইডি'র এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরীতে নিয়োজিত কর্মীদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং প্রয়োজনবোধে নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে মাটি ও পানির নমুনা বিশ্লেষণকল্পে সুযোগ-সুবিধা দিবে।

৩। পরিবেশ অধিদপ্তর এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পে চলমান উপকারভোগীদের পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচীতে পরিবেশ বিষয়ক পুস্তিকা, পোষ্টার, লিফলেট ইত্যাদি সরবরাহ করে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা প্রদান করবে।

৪। পরিবেশ অধিদপ্তর ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ডাটা ব্যাংক স্থাপন করতঃ এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্প হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত প্রভাব পরিবীক্ষণ ডাটাসমূহ উক্ত ডাটা ব্যাংকে সংরক্ষণ করবে।

এলজিইডি এর পক্ষে

মোঃ শহীদুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি

পরিবেশ অধিদপ্তর এর পক্ষে

ড. মো. ওমর ফারুক খান
অতিরিক্ত সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর